যুগান্তর
প্রিন্ট: ২১ জুলাই ২০২৫, ০২:১১ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্রলীগ ছেড়ে ২০২৩ সালে ছাত্রশিবিরে যোগ দেন ফারাবী

চবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২১ জুলাই ২০২৫, ০১:২১ পিএম

চবির সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবরার ফারাবী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সোহরাওয়ার্দী হলের বর্তমান ছাত্রশিবির সভাপতি আবরার ফারাবীকে ঘিরে সম্প্রতি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্টতার পুরনো বেশকিছু পোস্টের স্ক্রিনশট ভাইরাল হলে তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

যদিও ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি স্বীকার করেছেন ফারাবী। তিনি জানান, ২০২২ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগে থাকলেও পরে তাদের রাজনীতি ছেড়ে ২০২৩ সালে ছাত্রশিবিরে যুক্ত হয়েছেন।

এদিকে ছাত্রলীগে যুক্ত থাকাকালীন ফারাবীর ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলোর কয়েকটিতে দেখা যায়, আবরার ফারাবী ফেসবুকে চবি ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী দুর্জয়কে ‘প্রিয় ভাই’ সম্বোধন করে পোস্ট দিয়েছেন। এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দিন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর দেওয়া একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুঃসময়ের ত্যাগী নেতা ড. রবিউল হাসান ভূইয়াঁ স্যার। শিবিরের মিথ্যা মামলা কাঁধে নিয়ে জেল খেটেছেন দীর্ঘদিন। ছাত্রলীগ করার অপরাধে যৌবনের অনেক বসন্ত হারিয়েছেন। আজ যখন দেখি উনার মত ত্যাগী মানুষের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে তখন কষ্ট লাগে।’

এর আগে ২০২১ সালের ২৯ ডিসেম্বর দেওয়া আরেকটি পোস্টে তিনি জামায়াত-শিবিরকে ‘খুনী’ বলে উল্লেখ করেন। সেখানে লেখেন, ‘২০০১ সালের ২৯ ডিসেম্বর খুনী জামায়াত-শিবিরের হাতে নির্মমভাবে নিহত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি শহীদ আলী মরতুজা চৌধুরী ভাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। দল ক্ষমতায় থাকার পরও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া দুঃখজনক।’

এসব পোস্ট সামনে আসার পর আবরার ফারাবী স্বীকার করেন, তিনি একসময় ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে বর্তমানে ছাত্রলীগের সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

আবরার ফারাবী যুগান্তরকে বলেন, ২০২২ সালের ১৭ জুন পর্যন্ত আমি ছাত্রলীগে ছিলাম। এরপর ছাত্রলীগের সবধরনের রাজনীতি ছেড়ে ২০২৩ সালে ছাত্রশিবিরে যোগ দেই। তারপর থেকেই আমি হলে থাকিনি। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন নামে একটি গ্রুপ করি এবং জুলাই বিপ্লবের সময় থেকে আন্দোলনে সক্রিয় হই।

তিনি আরও বলেন, আমি শিবিরে যোগ দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসরণ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সদস্য হয়েছি।

চবি শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজ যুগান্তরকে বলেন, ফারাবী প্রথম বর্ষে হলে ছিল। তাই বাধ্য হয়েই ছাত্রলীগ করতে হয়েছে। তবে ছাত্রলীগ ছাড়ার পর আওয়ামী লীগ আমলেও তিনি সবধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন এবং জুলাই আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকায় ছিলেন।